

# শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ধাক্কাধাক্কি, উপ-উপাচার্য ও প্রক্টর অবরুদ্ধ



রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

প্রকাশ: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ১৮:৩২ | আপডেট: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ২০:৫৪



রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) পোষ্য কোটা ইস্যুতে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার বিকেল ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী ভবনের বারান্দায় এ ঘটনা ঘটে। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য, প্রক্টরের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের

ধাক্কাধাক্কি হয়। পরে, শিক্ষার্থীরা তাদের অবরুদ্ধ করে রাখেন। বিকেল সাড়ে ৫টায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা উপ-উপাচার্যসহ শিক্ষকদের অবরুদ্ধ করে রেখে বিক্ষোভ করছেন।

ধাক্কাধাক্কির ঘটনায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক সালাহউদ্দিন আম্মার, শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আল শাহরিয়ার শুভসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।



এর আগে দুপুরে উপ-উপাচার্যদ্বয়ের বাসভবনে শিক্ষার্থীরা তালা দিলে বাসভবনের ভেতরে ঢুকতে না পেরে ফিরে আসেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মাদীন উদ্দীন খান, প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান। একপর্যায়ে তারা জুবেরী ভবনের দিকে আসতে

থাকলে শিক্ষার্থীরাও স্লোগান দিতে দিতে তাদের পেছনে আসেন।

পরে জুবেরী ভবনের বারান্দায় আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক এবং ছাপাখানার এক কর্মকর্তা শিক্ষার্থীদের আটকানোর চেষ্টা করলে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। এ সময় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মাস্টিন উদ্দীন খানকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেন শিক্ষার্থীরা। ধাক্কাধাক্কির একপর্যায়ে উপ-উপাচার্য জুবেরী ভবনের দ্বিতীয় তলায় চলে গেলে শিক্ষার্থীরা তাকে ভবনের দ্বিতীয় তলার বারান্দায় অবরুদ্ধ করে রাখেন। এরই মধ্যে সেখানে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক কামাল উদ্দিন, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ইফতিখারুল আলম মাসউদসহ কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত হন।



সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীবের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি কল রিসিভ করেননি।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমান বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছিলেন। এ সময় প্রশাসন ভবনে উপ-উপাচার্য স্যারের গাড়ি আটকে দেয় শিক্ষার্থীরা। পরে তিনি হেঁটে বাসায় যেতে থাকেন। তাকে বাসায় যেতে দেওয়া হয়নি। পরে পাশেই জুবেরী ভবনে আলোচনার জন্য চেয়েছিলেন। জুবেরী ভবনে প্রবেশ করার সময় সামনে এসে শিক্ষার্থীরা দাঁড়ান। তখন এক পর্যায়ে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। কী, কে, কীভাবে শুরু করে জানি না।’